১০-০৭-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের জাগতিক কোনো সন্ন্যাস নয় কিন্তু বিকর্মের সন্ন্যাস করতে হবে, কোনো বিকর্ম অর্থাত্ পাপ কর্ম করা যাবে না ।"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা কোন্ অভ্যাসের দ্বারা ডেড সাইলেন্সের অনুভব করতে পারো ?

উত্তর :- তোমরা অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো । এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউই যেন স্মরণে না আসে । শরীরে যেন তোমরা মৃত । এই অভ্যাসের দ্বারাই আত্মা ডেড সাইলেন্সের অনুভব করতে পারে ।

প্রশ্ন :- সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়ার সহজ বিধি কি ?

উত্তর :- এই নাটকের জ্ঞানকে খুব ভালো রীতিতে বুদ্ধিতে রাখো । প্রতিটা অভিনেতাকে সাক্ষী হয়ে দেখো তাহলেই দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে । কখনোই কোনো বিষয়ে ধাক্কা আসবে না ।

গীত :- ওম নমঃ শিবায়.....

ওম্ শান্তি । এই গানে যে শব্দ রয়েছে, "শিবায় নম" তা আসলে ভক্তিমার্গের বচন । হে শিববাবা, আমরা আপনাকে নমস্কার করছি । কিন্তু ভক্তরা জানে না যে শিববাবা কে, কোনো একজন শিবের ভক্তও শিব কে তাই জানে না । শিববাবা - এই শব্দটি খুবই সাধারণ । তাই নম: শিবায় বলা, এও ভক্তির অংশ । এখন তোমাদের কি বলতে হবে ? তোমরা কখনোই এই কথা বলবে না যে 'শিবায় নম' বলো । বাস্তবে এইকথা বলারও দরকার হয় না । বাচ্চাদের বলা হয় না যে প্রতি মুহূর্তে বাবাকে স্মরণ করো । এইকথা তো ছোটো ছোটো বাচ্চাদের শেখানো হয় বা অল্ফ অর্থাত্ আল্লা আর বে অর্থাত্ তার বাদশাহী সম্বন্ধে পড়ানো হয় । বাস্তবে এতে বলারও কিছু দরকার হয় না । 'মনমনাভব' এই কথাও বলার প্রয়োজন নেই, এও সংস্কৃত অক্ষর । তোমাদের তো কখনো সংস্কৃতে বোঝানো হয় নি । বাচ্চারা জানে যে আমাদের বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । আত্মা স্বয়ংই জানে যে বাবা তাঁর নিজের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন । বাচ্চারা এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । তাই এই স্মরণ করা হলো বাচ্চাদের কর্তব্য । এখানে এসে তোমরা যখন বসো তখন বাবার অশরীরী হয়ে বসা উচিত । তাহলে এই জ্ঞানও বুদ্ধিতে বসবে । আমরা আত্মারা বাবাকে স্মরণ করি । এই শরীর হলো এক দেহ - যন্ত্র বিশেষ, এর কি মূল্য ! বাজনা যতই ভালো হোক না কেন, মানুষ যদি তা ভালোভাবে বাজাতে না জানে তাহলে তা কি কাজের । এমনই মুখ্য হলো আত্মা । আত্মা জানে যে আমি এই দেহ - যন্ত্র পেয়েছি কর্ম করার জন্য । আমরা হলাম কর্মযোগী, কর্ম সন্ন্যাসী নই । সে তো নিয়ম বিরুদ্ধ । এখানে বিকর্মের সন্ন্যাস করা হয়, যাতে কোনো বিকর্ম বা পাপ না হয় । সবথেকে বড় বিকার হলো কাম বিকার । সন্ন্যাসীরা এই বিকারকে পাপ বা শত্রু মানে তাই নাটকের নিয়ম অনুসারে তাদের ধর্মই হলো জঙ্গলে চলে যাওয়া । তারা যে গৃহত্যাগী হয়, তাও এই নাটকেই নিহিত আছে । তাদের এই কাজ করতেই হবে । সন্ন্যাসীদের ধর্মই হলো আলাদা । এই ধর্মকে কেউই ভারতের আদি সনাতন ধর্ম বলবে না । আদি সনাতন হলো দেবী - দেবতা ধর্ম । বাকি সব অগুনতি ধর্ম । সন্ন্যাসীদেরও একটাই ধর্ম, যা মানুষই স্থাপন করে । এই ধর্ম ভগবান স্থাপন করেন না । বাবা বুঝিয়েছেন যে , যে কোনো ধর্ম এক এক করে মানুষই স্থাপন করে ।

তোমরা এমন বলতে পারো না যে পরমপিতা পরমাত্মা খৃষ্টান ধর্ম স্থাপন করেছেন বা সন্ন্যাসীদের নিবৃত্তি মার্গের ধর্মও তিনিই স্থাপন করেছেন । এমন নয় । এই গায়না আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ , দেবতা আর ক্ষত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন । আর অন্য কোনো ধর্ম ভগবান স্থাপন করেন না । নাটকের নিয়ম অনুসারে প্রত্যেকেই নিজেদের ধর্ম স্থাপন করে । এমনও নয় যে ভগবান কাউকে বলেন , অমুকে যাও, গিয়ে ধর্ম স্থাপন করো । এই নাটক সম্পূর্ণ বানানো অর্থাত্ পূর্ব নির্ধারিত । প্রত্যেককেই তার নিজের সময় এসে ধর্ম স্থাপন করতে হবে কেননা তারা পবিত্র আত্মা । পবিত্র আত্মা ছাড়া কেউই কখনো ধর্ম স্থাপন করতে পারে না, এই নিয়ম নেই । আত্মা এসে ধর্ম স্থাপন করে আর সে পবিত্রও থাকে । অন্য সব ধর্ম মানুষই স্থাপন করে, এই এক দেবী দেবতা ধর্ম বাবা স্থাপন করেন কেননা তাঁকেই বলা হয় যে, হে পতিত - পাবন, তুমি এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করো । আমাদের বুদ্ধি বলে যে ভারত পবিত্র ছিলো, এখন পতিত হয়েছে, তাই তারা ডাকতে থাকে । পবিত্র দুনিয়ায় তো কেউই ডাকবে না । মানুষ তো জানেই না যে পবিত্র দুনিয়া কখন থাকে । মানুষ ডাকতেই থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ডাকতেই থাকবে । স্মরণ করতেই থাকবে । তারা এই কথা বুঝবে না , যতটা তোমরা বোঝো । এ হলো তোমাদের পড়া, এই পাঠশালা হলো পরমপিতা পরমাত্মার । এই ধরনের প্রশ্নও বোর্ডে লেখো, গীতার ভগবান কে ? একদিকে বাবার মহিমা লেখো । তিনি হলেন এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য এবং চৈতন্য, আবার তিনিই জ্ঞানের সাগর । তোমরা কৃষ্ণকে পবিত্রতার সাগর বলতে পারো না, কারণ তিনি জন্ম মরণে আসেন । শ্রীকৃষ্ণের মহিমা লেখা উচিত সর্বগুণ সম্পন্ন .....। এই কথা তো মানুষ ভুলেই গেছে , আসলে রাবণ সব ভুলিয়ে দিয়েছে । গীতার ভগবানই হলেন এই সৃষ্টির রচয়িতা, তাঁকেই মানুষ ভুলে গেছে । এক নম্বর ভুল হলো এটাই । গীতার ভগবান সিদ্ধ হয়ে গেলে সর্বব্যাপী কথাটাই শেষ হয়ে যাবে । ভগবান কখনোই এমন বলেন না যে আমি সর্বব্যাপী । বাবা বলেন আমি হলাম পতিত পাবন, আমি কি করে সর্বব্যাপী হতে পারি । এক এক জনের কত পরিশ্রম করতে হয় । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে তোমরা যখন এখানে বসো তখন এক বাবা ছাড়া অন্য কাউকেই স্মরণ করো না । কিন্তু যার অভ্যাস নেই, সারাদিন সেবাতে থাকে, এমন কেউ শিববাবাকে নিরন্তর স্মরণ করবে, এ বড়ই মুশকিল । স্মরণ না করলে ডেড সাইলেন্স আসবেই না । তোমরা অশরীরী হয়ে যাও, এর অর্থ শরীর মৃতবৎ হয়ে যায় । শরীরের মৃত্যু হয়, আত্মার মৃত্যু হয় না । আত্মা বলে আমি শরীর ত্যাগ করি । আমি মরি , এই অক্ষর ভুল । আত্মা শরীর ত্যাগ করেছে, এই কথা সঠিক । এটা বোঝার কথা যে আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে অভিনয় করতে থাকে । সবাই তো অভিনেতা । আত্মা অভিনয় করতে থাকে । এখন তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান পেয়েছ । এই নাটকের নিয়ম অনুসারে আত্মাদের অন্য শরীর নিয়ে অভিনয় করতে হবে । এতে আমরা কেন দুঃখ করবো ? আমরা তো এই নাটকের অভিনেতা । এই কথা মানুষ ভুলে যায় । এই নাটককে জেনে গেলে আর কখনো দুঃখ হয় না । তোমরা নাটকের আদি - মধ্য আর অন্তকে জেনে বলো -- অমুক আত্মা শরীর ত্যাগ করেছেন, এবার অন্য শরীর ধারণ করবেন । প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের অভিনয় করে যাচ্ছে । যদিও তোমরা জ্ঞান পেয়েছ, তবুও যতক্ষণ পরিপক্ক অবস্থা না হয় ততক্ষণ ধাক্কা এসেই যায় । রাবণ রাজ্যে সবার জর্জরিভূত অবস্থা, তাই না ? তাই ঝট করে ধাক্কা এসে যায় । সত্যযুগে কখনোই ধাক্কা আসে না । ওখানে তো মানুষ বসে বসেই প্রাণ ত্যাগ করে । বোঝে যে এখন আমাকে নতুন শরীর নিতে হবে । সাপের মতন খোলস ত্যাগ .....। এখানে তো মানুষ অনেক কান্নাকাটি করে । কতো দূর থেকে এসে শোক করতে থাকে । সত্যযুগে এমন হয় না । তোমরা এই সঙ্গম যুগেই রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্যের নিয়ম কানুন জানতে পারো । রাম রাজ্যে থাকাকালীন তোমরা রাবণ রাজ্যকে জানতে পারো না

আবার রাবণ রাজ্যের সময়ও তোমরা রাম রাজ্যকে জানতে পারো না । এই সঙ্গমেই তোমরা দুই যুগকে জানতে পারো । বাবা এসেই এই সম্পূর্ণ নাটকের আদি – মধ্য এবং অন্তের রহস্য আমাদের বুঝিয়ে বলেন । এই বোধ আসা উচিত যে বরাবর এই কথাই ঠিক । যতক্ষণ আমরা ব্রাহ্মণ ছিলাম না, ততক্ষণ কিছুই জানতাম না । জ্ঞান ছাড়া মানুষ যেন জংলী । গভর্নমেন্টও বলে মানুষের অবশ্যই শিক্ষার প্রয়োজন । গ্রামের লোকেরা পড়ে না । নিজেদের ক্ষেতের কাজেই লেগে থাকে । তখন বাইরের লোকেরা বলে -- এ তো জংলী । আমাদের তো এখন বাবা বসেই পড়ান । আমরা বাগানের ফুল তৈরী হই । ওরা হলো জঙ্গলের কাঁটা । তোমরা যখন জানতে পেরেছো, তখনই বুঝতে পেরেছো । এই দুনিয়ায় উঁচুর থেকে উঁচু গুরুকে মানা হয়, কারণ মানুষ ভাবে যে গুরুই সদ্গতি করেন । কিন্তু বাবা বুঝিয়েছেন , তারা তো ভক্তিতে যুক্ত করে দেন । ভক্তির সুরে বসলে মানুষ ঝুমতে থাকে । তোমাদের এই ঝিমানোর দরকার নেই । এখানে তো বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে বুঝতে পারে যে বাবার থেকে আমরা আশীর্বাদী বর্সা পাই । ছোটো বাচ্চাদের দেহ – যন্ত্রও ছোটো । তোমরা তো বুঝতে পারো যে আমাদের জীবন কিভাবে উঁচু বানাতে হবে । বরাবর এই ভারত হীরে তুল্য ছিল। গীতাতে যদি পরমপিতা পরমাত্মার নাম থাকতো তাহলে সবাই সব বুঝে যেত । পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন সবার সদ্গতিদাতা । তাঁর শিব জয়ন্তীও এই ভারতেই পালিত হয় । বাস্তবে ভারত হলো সবথেকে বড় তীর্থ । সবার সদ্গতি করেন যে বাবা, তাঁর জন্মই এই ভারতে হয় । এখন তোমরা জানতে পেরেছো -- বাবা কিভাবে এই ভারত দেশে আসেন । এখন তাহলে কোন্ তীর্থ স্থানকে তোমরা উঁচু মানবে ? অবশ্যই তা ভারতকেই মানতে হবে । শিবের মন্দির তো যেখানে সেখানেই আছে । সব ধর্মের লোকেরা যেখানেই শিবের মন্দির দেখবে, সেখানেই শিবের গলায় মালা পড়াবে । যদি তারা জানতে পারে যে শিব বাবাই আমাদের সকলের সদ্গতি করান , তাহলে এই বিভ্রান্তি বন্ধ হয়ে যাবে । ভারতকেই অবিনাশী সত্য খণ্ড বলা হয় । ভারতের কখনো বিনাশ হয় না । এও তোমরাই জানো । ভারতে যখন দেবী – দেবতা ধর্ম ছিল, তখন অন্য ধর্ম বা খণ্ড ছিল না ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, বাবা এখন এখানে পরিবার সহিত বসে আছেন । এ হলো ঈশ্বরীয় পরিবার আর ওটা হলো আসুরী পরিবার । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে যারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে । তারা শুদ্ধ অহংকারে থাকে । আর দেহ অভিমান হলো অশুদ্ধ অহংকার । দেবতাদের চেহারায় কত হর্ষিত ভাব থাকে । তোমাদের এই শুদ্ধ অহংকার হলো গুপ্ত । আত্মাদের অনেক খুশী হয় । আহা ! কল্প পরে আবার বাবাকে পেয়েছি । তিনি আমাদের রাজ্য ভাগ্যের উপযুক্ত তৈরী করছেন । খুব খুশীতে থাকা উচিত । তোমাদের বিরোধিতায় অনেকে আছে । তোমাদের প্রথম কথা হলো – ঈশ্বর সর্বব্যাপী নয় আর দ্বিতীয় – গীতার ভগবান কৃষ্ণ নন । এ হলো মুখ্য দুটি ভুল , তাই বাবা বলেন , প্রথমেই জিজ্ঞেস করো, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ? আর এও জিজ্ঞেস করো যে গীতার ভগবান কে ? এই ধাঁধাঁকে বিচার করো । এর সুরাহা করতে পারলে এক সেকেন্ডেই জীবন মুক্তি পেতে পারবে । জনকের মত এক সেকেন্ডেই জীবন মুক্তি । এই কথা তো ভারতে বিখ্যাত । তিনি বলেছিলেন, কে আছে যে আমাকে সেকেন্ডেই ব্রহ্ম জ্ঞান দিতে পারে । এ হলো ব্রহ্মার জ্ঞান । যা ব্রাহ্মণ – ব্রহ্মনীরা দিয়ে থাকেন । তাদের আবার এই জ্ঞান দেন জ্ঞানের সাগর শিব বাবা । এই কথা তো তারা বুঝত না তাই ব্রহ্ম জ্ঞান বলে দিয়েছে । ব্রহ্মা ভোজনকে ব্রহ্ম ভোজন বলে দেয় । ব্রহ্ম হলো তত্ব । আর ব্রহ্মা হলেন বাবা । তাঁর বাবা হলেন শিব । এইকথা মানুষ একদমই জানে না । শুরুতে তোমাদের এই কথা বোঝানো হতো না । আগে তোমরা ছোটো ছিলে,

এখন সাবালক হয়েছো । বাবা বলেন, আমি আজ তোমাদের এই গোপন কথা বুঝিয়ে বলছি । এই কথা খুবই সহজ -- 'মনমনাভব ।' যেমন বীজ আর ঝাড়ের বিস্তার কতো লম্বা । আমি বোঝাতেই থাকি । এখন আমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছি । রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য আর অন্ত সম্বন্ধে জেনে গেছি । এই সময় তোমরা ছাড়া আর কেউই এই সৃষ্টির আদি - মধ্য আর অন্ত সম্বন্ধে জানে না । আমরাও আগে জানতাম না । এখন তোমরা বুঝতে পারো, যখন থেকে অতি ভক্তি শুরু হয়েছে, আমাদের উতরতি কলা বা অবতরণের কলা শুরু হয়েছে । চড়তি কলা বা উত্তরণের কলা হলে সবার মঙ্গল হয় । উতরতি বা অবতরণের কলায় কারোর মঙ্গল হয় কি ? এই সবই হলো বোঝার কথা । এও এই নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । এ খুবই ভালো বিষয় । গীতার ভগবান কে ? এই রহস্যের সমাধান করতে পারলেই তোমরা বাবার আশীর্বাদী বর্সা পেয়ে এই বিশ্বের মালিক হতে পারো । মানুষ নিরাকারকেই এই বিশ্বের মালিক মনে করে । কিন্তু এই সৃষ্টিকেই বিশ্ব বলা হয় । বাবা তো এই বিশ্বের মালিক হন না ।

বাবা বলেন আমি হলাম নিষ্কাম সেবাধারী । তোমরা হলে আমার অতি প্রিয় বাচ্চা । আমি হলাম তোমাদের অনুগত সেবক । তোমরা আমাকে ডাকো , হে পতিত - পাবন, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । হাজির সরকার, আমি এসেছি । বাবা হলেন বাচ্চাদের সেবক । তবুও কেউ কেউ কুপুত্রও হয়ে যায় । এই গায়ন আছে যে, বাবা নিরাকারী এবং নিরহংকারী । উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান আর তাঁর এই রথ । কোনো কোনো বাচ্চা আবার বলে - আমি শিব বাবার রথের জন্য কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি । রথের আদর বা যত্ন তো আমরা করতেই পারি । শিববাবা তো নিজে খান না । তাহলে কার যত্ন করবো ! ইনি তো একই পোশাক পরে আসছেন । এনার কোনো অহংকার নেই , কোনো পরিবর্তন নেই । একে দেখে মানুষ মনে করে - ইনি তো জহুরি ছিলেন তাহলে কেমন করে প্রজাপিতা হতে পারেন । আরে , এতে দ্বিধার কি এমন কথা, তোমরা এসে বোঝো । আমরা ব্রহ্মা মুখের দ্বারা তাঁর বংশাবলী হয়েছি । আমরাই এই বিশ্বের মালিক হওয়ার অধিকারী । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অশুদ্ধতাকে ছেড়ে শুদ্ধ অহংকারে থাকতে হবে । এই চেহারা দেবতাদের মতো সর্বদা হর্ষিত রাখার জন্য অপার খুশীতে থাকতে হবে ।

২) বাপদাদার মতন নিরহংকারী হতে হবে । সেবাধারী হয়ে তার প্রমাণ দিতে হবে । কখনোই কুপুত্র হয়ো না ।

বরদান : - একের স্মরণে মনকে একাগ্র করে মনমনাভব হয়ে সদা প্রস্তুত এবং সম্পূর্ণ হও ।

সর্বদা এই কথা স্মৃতিতে রাখো যে প্রতি সময় সদা প্রস্তুত থাকতে হবে । যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতি এলেও যেন আমরা সদা প্রস্তুত থাকতে পারি । কালও যদি বিনাশ উপস্থিত হয়, আমরা যেন তৈরী থাকতে পারি । সদা প্রস্তুত অর্থাত্ সম্পূর্ণ । এই সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য এক বাবা

দ্বিতীয় আর কেউ নয় - এই প্রস্তুতির প্রয়োজন । মন যদি একের প্রতি মনমনাভব হয় তাহলেই সদা প্রস্তুত হতে পারবে । সদা প্রস্তুত হয়ে যদি সেবা করতে পারো তাহলে সেবাতেও সহযোগ পাবে আর সঙ্গে সফলতাও প্রাপ্ত করতে পারবে ।

স্লোগান :- বাবার হাজার গুণ সাহায্যের পাত্র হতে চাইলে হিম্মতের কদম বাড়াও ।